60

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 21 MAY 19[illegible]
পৃঃ 42 কলাম 3

ছাত্রলীগে কোন্দল চরমে ॥ শহীদুল্লাহ হলের নেতাদের অস্ত্রের মুখে বের করে দিয়েছে ক্যাডাররা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের (শা-পা) অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করেছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ছাত্রলীগ শহীদুল্লাহ হল নেতৃবৃন্দকে রাতভর বাথরুমে আটকে রেখে ভোররাতে অস্ত্র ঠেকিয়ে ৪০ জনকে বের করে দেয় প্রতিপক্ষের গ্রুপের ক্যাডাররা। হলটিতে অবস্থান নেয়ার পর বহিরাগত ক্যাডাররা সাধারণ ছাত্রদেরকেও মারধর করেছে।

মঙ্গলবার রাত দু'টার সময় 'কালা সেন্টুর' নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের একটি বাহিনী সশস্ত্র অবস্থায় হলে প্রবেশ করে। হলে ঢুকে বাহিনীর সদস্যরা ছাত্রলীগ হল শাখার সভাপতি ইকবাল হোসেন, শিশির, তুহিন, বিপ্লব ও শফিককে খুঁজতে থাকে। এসব নেতা যেসব রুমে থাকতে পারে সেসব রুমেও ক্যাডাররা হামলা চালায় এবং সাধারণ ছাত্রদের মারধর করে। হল নেতৃবৃন্দের আট-দশজনকে পেয়ে সবাইকে ভিন্ন ভিন্ন টয়লেটে রাতভর আটকে রাখে। ভোর সাড়ে চারটায় রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারধর করে ক্যাডাররা ৪০ নেতা-কর্মীকে বের করে দেয়। নতুন ছাত্রলীগ (ছাত্রলীগ '৯৬) এবং পুরনো ছাত্রলীগের মধ্যে দ্বন্দ্বে নতুনরা পুরনো ছাত্রলীগকে বের করে দিয়েছে। 'কালা সেন্টু' বাহিনীর অন্যতম সহযোগী হিমু ও শাহীনকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে হল নেতৃবৃন্দ জানান। এই দু'জনের ওপর হলের সাধারণ ছাত্ররাও ক্ষুব্ধ। দখলদার এই বাহিনীর বিরুদ্ধে কতিপয় এলাকায় চাঁদাবাজির অভিযোগ করা হয়েছে। এরা ক্যাম্পাসে ছিল না। হঠাৎ করে ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। গ্রুপটি ক্যাম্পাসে 'বরিশাল গ্রুপ' হিসাবে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে যারা বিতাড়িত হয়েছে তারা কোন ক্যাডার গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত নয় তবে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দু'নেতার একজনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রেখে চলে।

বিতাড়িত নেতা-কর্মীরা উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি হলটি পুনরুদ্ধার করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গেছে। বিষয়টি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটিকে অবহিত করলে তারা দুপুরে বৈঠকে বসে তবে কোন সমঝোতা হয়নি।

ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিত্যনতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু হলে স্থান নেয়া 'গোপালগঞ্জ' গ্রুপের সঙ্গে 'রতন-তমি' গ্রুপের ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্কে ফাটল ধরেছে বলে জানা গেছে। ছাত্রলীগের ক্যাম্পাস রাজনীতিতে এখন দুর্যোগের ঘনঘটা চলছে। কয়েকটি হলে প্রচুর বহিরাগত অবস্থান নেয়ার খবর পাওয়া গেছে।